তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ভোরের কাগজ

NOV. 2 1 2000

সরকারি কলেজে ২২০০ শিক্ষকের পদোন্নতি আসন্ন

নতুন বিধিমালা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের অপেক্ষায় □ ১৮০০ পদে নতুন শিক্ষক নেওয়া হবে

মানস ঘোষ : দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সরকারি কলেজ-শিক্ষকদের নতুন বিধিমালা এখন চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায়। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর বিধিমালাটি রাষ্ট্রপতির দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। আজকালের মধ্যেই রাষ্ট্রপতি এতে স্বাক্ষর করতে পারেন। নতুন বিধিমালা অনুমোদিত হলে ৪ বছর পর পুনরায় সরকারি কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতি প্রক্রিয়া শুরু হবে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে কলেজ শিক্ষকের প্রায় ২২০০ শূন্য পদে পদোন্নতির তালিকাও প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। বিধিমালা জারির অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই পদোন্নতির ঘোষণা দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারভুক্ত এবং আত্তীকৃত শিক্ষকদের মধ্যে মামলা চলার কারণে ১৯৯৭ সাল থেকে সরকারি কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতি বন্ধ রয়েছে। চলতি বছরের ৫ জানুয়ারি দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হলে মামলা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এই সমঝোতার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন বিধিমালা জারি করে সব পর্যায়ে পদোন্নতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ৩ মাস পর গত ১০ এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয় 'আত্তীকরণ বিধিমালা ২০০০' শিরোনামে নতুন বিধিমালা প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরে পাঠায়।

আমলাতান্ত্রিক বিভিন্ন জটিলতার পর গত ১৬ নভেম্বর বিকালে বিধিমালাটি রাষ্ট্রপতির দপ্তরে পাঠানো হয়। ঐ দিন সকালে প্রধানমন্ত্রী নতুন এই বিধিমালায় স্বাক্ষর করেন। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মনে করছেন আজকালের মধ্যে রাষ্ট্রপতির চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া যাবে।

এদিকে জানা গেছে, নতুন বিধিমালা জারির পর বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারভুক্ত শিক্ষকদের সংগঠন এবং আত্তীকৃত শিক্ষকদের সংগঠন নিজেদের মামলা তুলে নেবে। এরপরই শুরু হবে পদোন্নতি। তবে একজন শিক্ষক নেতা জানিয়েছেন, পদোন্নতি শুরু হওয়ার সুস্পষ্ট ঘোষণা না আসা পর্যন্ত তারা মামলা তুলবেন না।

জানা গেছে, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) ইতিমধ্যে কলেজগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ের শূন্য পদে পদোন্নতি দেওয়ার জন্য বিকল্প বেশ কয়েকটি তালিকা প্রস্তুত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। সবগুলো শূন্য পদেই এবার পদোন্নতি দেওয়া হবে। সরকারি কলেজগুলোতে বিভিন্ন পর্যায়ে ৬০০ অধ্যাপক পদের মধ্যে বর্তমানে প্রায় ৩৬০টি পদই শূন্য। এর মধ্যে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষসহ অন্যান্য পর্যায়ে শূন্যপদ প্রায় ১৩০টি। বাদবাকি শূন্যপদ বিষয় ভিত্তিক অধ্যাপকের। এছাড়াও জানা গেছে, অধ্যাপকদের ১৫৮টি সিলেকশন গ্রেড পদের মধ্যেও ১০৫টি শূন্য পদে এবার পদোন্নতি দেওয়া হবে। পদোন্নতির অপেক্ষায় রয়েছে সহযোগী অধ্যাপকের ৯০০ ও সহকারী অধ্যাপকের ১০০০ শূন্য পদ। সূত্র জানায়, এবার এই পদগুলো পূরণ হলে প্রায় ১৮ শ' প্রভাষক পদ শূন্য হবে।

নতুন বিধিমালার একটি উপধারায় আত্তীকৃত শিক্ষকদের

● এরপর - পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

২২০০ শিক্ষকের পদোন্নতি আসন্ন

● প্রথম পাতার পর

শিক্ষাগত যোগ্যতার বিধান রাখা হয়েছে বিসিএস এর সমতুল্য অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রি। অপর উপধারায় জ্যেষ্ঠতা ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, আত্তীকৃত শিক্ষক ক্যাডারভুক্ত হলে ক্যাডারভুক্তির তারিখ থেকে তার জ্যেষ্ঠতা গণনা করা হবে এবং যে তারিখে তিনি ক্যাডারভুক্ত হবেন তার পূর্ববর্তী বিসিএস-এর ব্যাচের সর্বকনিষ্ঠ প্রভাষকের নিম্নে আত্তীকৃত শিক্ষকদের জ্যেষ্ঠতার অবস্থান নির্ধারণ হবে। এ জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে তিনি পরবর্তী পদোন্নতি, টাইম স্কেল ও উচ্চতর স্কেল পাবেন।

তবে উপরে উল্লেখিত দুটি উপধারায় যা বলা হয়েছে তা বর্তমানে কর্মরত আত্তীকৃত শিক্ষকদের জন্য প্রযোজ্য হবে না। বিধিমালার একটি সংরক্ষণ ধারায় বলা হয়েছে 'এই বিধিতে যাই থাকুন না কেন ১৯৯৮ সালে জারিকৃত আত্তীকরণ বিধিমালা দ্বারা বাতিলকৃত, ১৯৮১ সালের বিধিমালা দ্বারা যেসব আত্তীকৃত শিক্ষক এবং যারা বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার পদে পদোন্নতি ও আর্থিক সুবিধা পেয়েছেন তা বলবৎ থাকবে। মূল জ্যেষ্ঠতার তালিকায় তাদের অবস্থান, নিজ নিজ কার্যকর চাকরিকাল ও সরকারি চাকরিকালের ভিত্তিতে, ক্যাডারে কর্মরত শিক্ষকদের সঙ্গে পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে এবং এই জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে তিনি পদোন্নতি ও টাইম স্কেল পাবেন।

তবে নতুন বিধিমালার বিরোধিতা করছে জেলা শহরের ২৮টি সরকারি মহিলা কলেজ। এই কলেজগুলো ১৯৯৭ সালে জাতীয়করণ করা হয়। সম্প্রতি ঢাকায় ঐ ১৮টি কলেজের শিক্ষকরা নতুন বিধিমালা জারি না করার জন্য অনশন কর্মসূচি পালন করেন। তাদের বক্তব্য নতুন বিধি জারি হলে ঐসব কলেজের অনেক শিক্ষক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এবং তারা চাকরি হারাবেন।

জানা গেছে, জেলা শহরের তিন বছর আগে জাতীয়করণ করা এই ১৮টি সরকারি মহিলা কলেজে বর্তমানে শিক্ষক-কর্মচারী মিলিয়ে ৪৩৫ জন কর্মরত রয়েছেন। তারা ১৯৯৮ সালে জারি করা জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা' অনুযায়ী তাদেরকে স্বপদে বহাল রাখার দাবি জানিয়েছেন।

নতুন বিধিমালার আরো বিরোধিতা আসছে আত্তীকৃত কলেজগুলোর অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষদের কাছ থেকে। তাদের আপত্তি নতুন বিধিতে তাদের কোনো জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হয়নি। এতে তারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। উল্লেখ্য, নতুন বিধিমালা কার্যকর হবে ১৯৭৮ সাল থেকে।

এদিকে মাউশি পদোন্নতির যে তালিকা তৈরি করেছে তাতে বিষয়ভিত্তিক ২১০টি শূন্য পদ রয়েছে। এগুলো হলো বাংলায় ২৫, ইংরেজিতে ৮, অর্থনীতিতে ২৮, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ২৩, ইতিহাসে ১২, ইসলামের ইতিহাসে ১০, দর্শনে ৯, ইসলামী শিক্ষায় ১, ভূগোলে ৫, মনোবিজ্ঞানে ১, সমাজবিজ্ঞানে ৩, সমাজকল্যাণে ১, পরিসংখ্যানে ২, গণিতে ১৪, পদার্থবিদ্যায় ১২, রসায়নে ৯, উদ্ভিদবিদ্যায় ১১, প্রাণিবিদ্যায় ৭, হিসাব বিজ্ঞানে ১১, ব্যবস্থাপনায় ১৭ এবং আরবি ভাষায় ১।

তালিকায় বিষয়ভিত্তিক সহযোগী অধ্যাপকের সংখ্যা হলো বাংলায় ১০৫, ইংরেজি ৫৯, অর্থনীতিতে ৯০, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৮৮, ইতিহাসে ৪৫, ইসলামের ইতিহাসে ৬৬, দর্শনে ৫৭, ইসলামী শিক্ষায় ৪, ভূগোলে ১৭, মনোবিজ্ঞানে ৮, সমাজবিজ্ঞানে ১২, সমাজ কল্যাণে ৯, পরিসংখ্যানে ২, গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে ১, গণিতে ৫৬, পদার্থবিদ্যায় ৫১, রসায়নে ৪৬, উদ্ভিদবিদ্যায় ৪২, প্রাণিবিদ্যায় ৩০, মৃত্তিকা বিজ্ঞানে ৪, হিসাব বিজ্ঞানে ৬৭, ব্যবস্থাপনায় ৪৪ এবং মার্কেটিঙে ১।

সহকারী অধ্যাপকের পদোন্নতি তালিকায় বিষয়ভিত্তিক যতো পদ রয়েছে এগুলো হলো বাংলায় ১০১, ইংরেজিতে ৮৫, অর্থনীতিতে ৬৬, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৬৩, ইতিহাসে ৬০, ইসলামের ইতিহাসে ৪২, দর্শনে ৫১, ইসলামী শিক্ষায় ২৮, ভূগোলে ১০, মনোবিজ্ঞানে ৫, সমাজ বিজ্ঞানে ২৩, সমাজকল্যাণে ১৬, পরিসংখ্যানে ৬, গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে ৪, গাণিতে ৪৮, পদার্থবিদ্যায় ৩৯, রসায়নে ৪৫, উদ্ভিদবিদ্যায় ৫৩, প্রাণিবিদ্যায় ৪৯, মৃত্তিকা বিজ্ঞানে ৩, কৃষি বিজ্ঞানে ৭, হিসাব বিজ্ঞানে ৪৮, ব্যবস্থাপনায় ৪৮, মার্কেটিং ৪, আরবি ভাষায় ৫, সংস্কৃতি ভাষায় ১৫, পালি ভাষায় ১ এবং উর্দু ভাষায় ১।